কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্র : খাদ্য ও কৃষি

(Kautilya's Arthasastra : Food and Agriculture)

শ্রী মনোরঞ্জন দে, (ঢাকা)

(পূর্ব প্রকাশের পর)

কৌটিল্যের সময় কৃষি উৎপাদন ও পানি সেচের ব্যাপার ওতপ্রোতভাবে জড়িত ছিল। কৃষি কাজে পানিসেচ সুবিধা সম্প্রসারণের ব্যাপারটি রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে অগ্রাধিকার প্রদান করা হইত। তৎকালীন সময়ে রাষ্ট্রীয় খামারে পানিসেচ সুবিধার জন্য পুকুর, কুয়া, খাল, নদী ইত্যাদি ব্যবহার করা হইত। সেচ সুবিধা সম্প্রসারণের জন্য নদী হইতে খাল খননসহ খাল হইতে সংযোগ নালা ব্যবহার করা হইত। এই ধরণের সেচ সুবিধা কৃষকরা পানিসেচ কর প্রদানের মাধ্যমে ভোগ করিতে পারিত। অন্যদিকে নুতন-ভাবে স্থাপিত গ্রামগুলিতে কৃষিকাজের সুবিধার জন্য রাষ্ট্র নিজ খরচে বড় বড় জলাধার নির্মাণ করিত। যে সব লোক নিজের উদ্যোগে জলাধার নির্মাণ করিত রাষ্ট্র তাহাদেরকে ভর্তুকি মূল্যে এই উদ্দেশ্যে বিভিন্ন উপকরণ সরবরাহ করিত। আবার যৌথ উদ্যোগে জলাধার নির্মাণের জন্য রাষ্ট্র প্রয়োজনীয় জায়গাসহ অন্যান্য উপকরণ দিয়া সাহায্য করিত। যাহারা এই কাজে সরা-সরি অংশ গ্রহণ করিত না—অর্থাৎ শ্রম দিত না তাহাদেরকে বিকল্প হিসাবে নিজেদের চাকরবাকর, বলদ এবং উপকরণ দিয়া সাহায্য করিতে হইত। কিন্তু এইরূপ প্রকল্প হইতে কোন লাভ/মুনাফার উপর তাহারা দাবী করিতে পারিত না। এই ব্যবস্থা বাংলাদেশে যশোহর জেলায় এক সময়কার "উলসী যদুনাথপুর" স্বেচ্ছাশ্রম প্রকল্পের পানিসেচ সম্প্রসারণ পদ্ধতির সাথে অনেকটা তুলনীয়। পাঠক ! ভাবিয়া দেখুন চার হাজার বছর পূর্বে পানিসেচ সুবিধা সম্প্রসারণের লক্ষ্যে কৌটিল্যের সুপারিশ কতটা দূরদর্শী ছিল।

যে কোন দেশে চলতি সেচ সুবিধা কেমন আছে উহার ভিত্তিতে ভবিষ্যতে তাহা কতটা বৃদ্ধি করা দরকার সে সম্পর্কে পানি সেচ পরিকল্পনা থাকা দরকার। এইজন্য দেশের নদী-নালা খাল-বিল পুকুর এবং অন্যান্য জলাধারের সংখ্যা এবং উহাদের আধার সম্পর্কে পর্যাপ্ত ও সঠিক তথ্য সংগ্রহ এবং সংরক্ষণ করা প্রয়োজন। কৌটিল্য এই বিষয়ে অত্যন্ত সচেতনতার পরিচয় দেন। তাহার সময়ে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে নানা প্রকার জলা ধারের সঠিক এবং সুবিন্যাস্ত তথ্য রাষ্ট্রীয় ভাবে সংরক্ষন করা হইত যাহাতে পানিসেচ সুবিধা পরিকল্পিত ভাবে সংরক্ষন করা যায়।

বিভিন্ন ধরনের প্রাকৃতিক দুর্যোগ বিশেষত অতিবৃষ্টি এবং বন্যা কৃষি উৎপাদনের একটি মারাত্মক প্রতিবন্ধক। বন্যার পর কৃষি উপকর-ণের সহজ লভ্যতা পুনঃ উৎপাদনের জন্য একটি পূর্বশর্ত। আশ্চর্য্যের বিষয় চার হাজার বছর পূর্বে কৌটিল্য এই দিক সম্পর্কে আধুনিক কালের চাইতে কম সচেতন ছিলেননা। তাহার সময়ে বন্যাপীড়িত লোকদের রক্ষার জন্য রাষ্ট্রীয় উদ্যোগ তৎকালীন সময়ের প্রেক্ষিতে অত্যন্ত প্রশংসনীয় ছিল বলা যায়। জনগণের বিশেষত কৃষকদের ক্রয়ক্ষমতা ঠিক রাখা এবং তাদের

জন্য নিয়োগের সুযোগ সৃষ্টির লক্ষ্যে কৌটিল্য আধুনিক যুগের মত গ্রামাঞ্চলে রাষ্ট্রীয় উদ্যোগে বিভিন্ন ধরণের নির্মাণ কাজ প্রবর্তন ও সম্প্রসারণের সুপারিশ করেন। এই ব্যবস্থা আধুনিক যুগে রাষ্ট্রীয় উদ্যোগে গ্রামাঞ্চলে বিভিন্ন পূর্ত কর্মসূচীর সাথে তুলনীয়। কৌটিল্যের সময় গ্রামাঞ্চলে রাস্তা-ঘাট নির্মাণ, পানি নিষ্কাষণ, রাজকীয় দুর্গ তৈরী করা ইত্যাদি উদ্দেশ্যে বন্যার জন্য সাময়িকভাবে বেকার কৃষকদেরকে কাজে লাগানো হইত। এই সব কাজে নিয়োজিত লোকদেরকে আর্থিক মজুরী ছাড়াও রাস্ট্রীয় ব্যবস্থাধীনে প্রয়োজনীয় খাদ্যদ্রব্য প্রদান করা হইত। সরকার রাজকীয় গুদাম হইতে গরীব কৃষকদেরকে বিনামূল্যে শস্যবীজ প্রদান করিত। কৌটিল্য দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে একাধিক রাস্তার মিলনস্থলে রাষ্ট্রীয় উদ্যোগে খাদ্য শস্যের গুদাম নির্মাণের সুপারিশ করেন যাহাতে বন্যা, অনাবৃষ্টি এবং দুর্ভিক্ষের মত প্রাকৃতিক দুর্যোগের সময় কৃষকদেরকে প্রয়োজনীয় খাদ্য শস্য, বীজ এবং অন্যান্য উপকরণ সরবরাহ করা যায়। এই ধরনের পরিকল্পিত ব্যবস্থা আধুনিকযুগেও বিশ্বের অনেক দেশেই কল্পনা করা কঠিন। পাঠক দেখুন কৌটিল্যের কি বিচিত্র দুরদর্শিতা ছিল।

কৌটিল্য উৎপাদিত কৃষিজাত পণ্যের ব্যাপারে পরিকল্পিত বণ্টন ব্যবস্থায় বিশ্বাসী ছিলেন। তাহার সময়ে পানিসেচ যুক্ত মাঝারী এবং তার চাইতে বড় আকারের কৃষি জমির মালিকদেরকে উৎপাদিত ফসলের ১ ৩ বা ১/৪ অংশ লেভী হিসাবে সরকারকে প্রদান করিতে হইত।

অন্যদিকে সংগৃহীত শস্যের (**harvested crops**) ১/৪ অংশ রাষ্ট্র বাধ্যতামূলকভাবে ক্রয় করত। উদ্দেশ্য ছিল খাদ্যশস্যের বাফার ষ্টক (**buffer stock**) গড়িয়া তোলা যাহাতে প্রয়োজনের সময় উহা কৃষকদের মধ্যে বণ্টন করা যায়। বড় বড় কৃষকরা রাষ্ট্রের এই বাধ্যতামূলক শস্য লেভীও সংগ্রহ এড়ানোর জন্য অনেক সময় প্রকৃত উৎপাদন লুকানোর চেষ্টা করিত। কৌটিল্য এক্ষেত্রে কঠোর শাস্তির সুপারিশ করেন। যেসব কৃষক সঠিক উৎপাদন লুকানোর চেষ্টা করিত তাহাদের বেলায় নির্ধারিত লেভীর ৮ গুণ জরিমানা করা হইত। আধুনিক যুগে অনেক দেশে খাদ্য ও অন্যান্য কৃষিজাত পণ্য সংগ্রহের উপরোক্ত ব্যবস্থা আছে সন্দেহ নাই, তবে বড় বড় কৃষক ও জোতদাররা এই লেভী এড়ানোর চেষ্টা করে এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রে তাহারা আংশিক বা পুরাপুরিভাবে সফল হয়। এই অবস্থা প্রতিরোধের জন্য কৌটিলীয় আমলের মত কঠোর জরিমানা পদ্ধতির প্রবর্তন করা যাইতে পারে।

কৌটিল্যের সময় বাধ্যতামূলক শস্য সংগ্রহের স্বার্থে ফসল কর্তনের পূর্বেই জমিতে যে ফসল থাকিত তাহার মূল্যায়ন করার ব্যবস্হা নেওয়া হইত যাহাতে ফসল কর্তনের পর কোন উৎপাদক কম উৎপাদনের অজুহাতে সরকারী লেভী পুরাপুরি বা আংশিকভাবে এড়ানোর সুযোগ না পায়। তবে এই লেভী জমির ধরণ ও শস্যের শ্রেণী অনুযায়ী আদায় করা হইত। কৌটিল্যের সময় প্রত্যেক গ্রামে সরকারী কর্মচারী যাহারা "গোপ" (**Gopa**) নামে পরিচিত ছিল---তাহারা স্ব স্ব এলাকার জমি ও শস্যের শ্রেণী বিন্যাস করিত এবং উহার ভিত্তিতে সরকারী লেভী প্রয়োগ ও আদায় করা হইত।

সুতরাং লেভী ধার্য্য এবং উহা আদায়ের পদ্ধতি ছিল পরিকল্পিত ধরনের। কোন সরকারী কর্মচারী এব্যাপারে নিজের মনগড়া বা আনুমানিক রীতি প্রবর্তন করিতে পারিত না।

কৌটিলায় যুগে অনাবৃষ্টির সময় কৃষকদেরকে খাজনা রেয়াত প্রদান করা হইত।

যেসব কৃষক নিয়মিতভাবে খাজনা প্রদান করিত তাহাদেরকে প্রয়োজন সময়ে শস্য বীজ, গবাদি পশু এবং নগদ অর্থ দ্বারা রাষ্ট্র সাহায্য করিত। এই অনুগ্রহ প্রদানের দীর্ঘমেয়াদী উদ্দেশ্য ছিল কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির মাধ্যমে রাষ্ট্রীয় কোষাগারে রাজস্ব আয় বৃদ্ধি করা। এই ধরনের দুরদর্শী পরিকল্পিত হওয়ার কথা।

কৌটিল্যের প্রবর্তিত ও অনুসৃত কৃষি ও খাদ্য নীতি হইতে বিশ্বের প্রতিটি দেশেরই কিছু না কিছু শিখার আছে—একথা নিঃসন্দেহে বলা যায়। কেননা তাহা ছিল সঠিক পরিসংখ্যান তথ্যের উপর প্রতিষ্ঠিত; ছিল পরিকল্পিত ধরনের। বর্তমান যুগে পরিকল্পিত উপায়ে অগ্রসর না হইলে কৃষির দ্রুত উন্নয়ন করা সম্ভব নয়। এজন্য যেসব দেশের উন্নয়ন কৃষিকে কেন্দ্র করিয়া পরিচালিত সে সব দেশে কৌটিলীয় কৃষি ও খাদ্য নীতি হইতে নিঃসন্দেহে প্রকৃত উপকার হইতে পারে।

(চলবে)